গোঁজামিলে আটকে গেছে ‘গভীর জ্ঞানার্জন’

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

যেসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল, সেগুলোর বেশির ভাগই অর্জন হয়নি। তারপরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পদ্ধতিতে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে। এ পদ্ধতির সব নিয়ম না মেনে গোঁজামিল দেওয়ার ফলে সেশনজট কমে এলেও কোনো বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন সম্ভব হচ্ছে না বলে মনে করছেন শিক্ষার্থীরা। বছরজুড়েই পরীক্ষার চাপে থাকছেন তারা। অন্যদিকে পঠন-পাঠন ও ফলাফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রাধান্য বাড়ছে। শিক্ষকদের একাংশও মনে করেন, সেমিস্টার পদ্ধতিতে অল্প সময়ে অতিরিক্ত পরীক্ষার চাপে শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয়েই ভালো করে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছে না।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক মনে করেন, পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে সেমিস্টার পদ্ধতিতেই চলতে হবে। তিনি বলেন, ‘সেমিস্টার পদ্ধতির মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের সমস্যা সেশনজট কমিয়ে আনতে পেরেছি।’ অবশ্য জটিলতা কমাতে এ পদ্ধতিকে খানিকটা পরিমার্জন করা যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

ঢাবিতে সেমিস্টার পদ্ধতি

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ মনে করেন, সেমিস্টার পদ্ধতির কারণে শিক্ষার্থীরা আগের মতো গভীর শিক্ষা পাচ্ছে না। তিনি বলেন, ‘বিশেষ করে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান অনুষদে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদানে কিছু সমস্যা রয়েছে। শিক্ষকদের অনেকেই তাই এসব অনুষদের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

গোঁজামিলে আটকে গেছে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বিভাগগুলোতে এ পদ্ধতি রাখতে চান না।’ কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনও মনে করেন, এ পদ্ধতির কারণে শিক্ষার্থীরা গভীর জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাচ্ছে না। এরপরও কেন সেমিস্টার পদ্ধতি সংস্কারের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না?– জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পরিচালনায় ‘কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স’ নামের একটি প্রজেক্টে শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক ও বিশিষ্ট নাগরিকদের মতামত নিয়ে দেখানো হয়েছে তাদের বেশির ভাগই সেমিস্টার পদ্ধতির পক্ষে। এ কারণে এ পদ্ধতি সংস্কারের পদক্ষেপও নেওয়া যাচ্ছে না।’

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাংলা বিভাগের এক শিক্ষার্থীও বলেন, ‘পুরো বই না পড়ে শুধু পরীক্ষার প্রশ্নকে লক্ষ্য করে শিট-নোট পড়ে প্রস্তুতি নিতে নিতেই আমাদের সেমিস্টার শেষ করতে হয়।’ বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়, সামাজিক বিজ্ঞান, কলা ও ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদে সেমিস্টার পদ্ধতি চলছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রথম সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হয় ১৯৯৪-১৯৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ব্যবসায় অনুষদে। কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে চালু হয় ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে। আর ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদে তা শুরু হয়েছে মাত্র দুই বছর হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি সেমিস্টারে অনুষদভেদে ৪-৫টি কোর্স পড়ানো হয় এবং চার মাসে একটি সেমিস্টার ধরা হয়। বছরে দুটি সেমিস্টারের আট মাস পড়ানো হয় এবং বাকি একটি সেমিস্টারের চার মাস রাখা হয় দুই সেমিস্টারের চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য। প্রতিটি কোর্সে একাধিক মিডটার্ম, টিউটোরিয়াল, প্রেজেন্টেশন ও অ্যাসাইনমেন্টও থাকে।

সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে মিল রেখে ক্রেডিট ও গ্রেডিং পদ্ধতির প্রচলন করা। যেন কোনো শিক্ষার্থী দেশের বাইরে পড়তে গেলে তার ক্রেডিট ট্রান্সফার করা যায় কিংবা ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্রেডিট ও গ্রেডিংয়ের ভিত্তিতে পাঠদান করা যায়। তবে কয়েকজন শিক্ষক সমকালকে জানান, বার্ষিক পদ্ধতিতেও ক্রেডিট ও গ্রেডিং ব্যবস্থা বহাল রাখা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভৌত ও পরিবেশ বিজ্ঞান এবং ফার্মাসি অনুষদের উদাহরণ তুলে ধরে তারা জানান, বিদেশের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিলেবাসের সঙ্গে এ অনুষদের বিভাগগুলোর সিলেবাসের মিল অনেক বেশি।

এদিকে নির্দিষ্ট সময়ে ফল প্রকাশ করা সেমিস্টার পদ্ধতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এতে বিলম্ব ঘটছে। সেমিস্টার পদ্ধতি রয়েছে এমন একাধিক বিভাগে খোঁজ নিয়ে এ চিত্র পাওয়া গেছে। যেমন, বাংলা বিভাগের মাস্টার্সের চূড়ান্ত পরীক্ষা ২০ জানুয়ারি শেষ হলেও এখনও ফল প্রকাশিত হয়নি। জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ইংরেজি এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মাস্টার্স চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল এখনও প্রকাশ হয়নি। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষা শুরুই হয়েছে গত ১৪ মে থেকে। অথচ এসব বিভাগে পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৫৬ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশের কথা।

এ প্রসঙ্গে উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ‘এটা আমাদের লোকবলের অভাবে হচ্ছে। তবে সব বিভাগে হচ্ছে না। আমরা এ পদ্ধতিতে, তাই কিছু সময় তো লাগবেই।’

এদিকে অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কারণে এক সেমিস্টারে শিক্ষা গ্রহণ ব্যাহত হলেও পরের সেমিস্টারের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো যায়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিস্টার পদ্ধতিতে এমন সুযোগ নেই। এখানে কোনো শিক্ষার্থী এক সেমিস্টারে শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হলে তাকে পুরো শিক্ষাবর্ষ থেকেই ছিটকে পড়তে হয়। তা ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ও বিজ্ঞান অনুষদের সেমিস্টার পদ্ধতির নিয়মাবলি অনুযায়ী, শিক্ষকদের মান যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে কিছু নম্বর বরাদ্দ থাকে। যদিও বাস্তবে এর প্রতিফলন নেই এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছাড়াই শিক্ষকদের নিয়োগ করে চলেছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর